দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৪ .....

০৪

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ প্রসঙ্গে নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজে

গত ১ অক্টোবর "নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজ ঐক্য পরিষদ" তাদের ন্যায্য ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে তাদের স্মারকলিপি পেশ করেছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯১-৯২ সেশনে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কুমিল্লা, ফরিদপুর, খুলনা, বগুড়া ও দিনাজপুর— এই ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হয়েছিল। ঐক্য পরিষদের বিভিন্ন দাবিসমূহের মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে এসব মেডিক্যাল কলেজে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোকে টিবি হাসপাতাল হিসাবে বিন্যস্ত করা, ক্লিনিক্যাল ও প্রিক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোর সকল পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ, একাডেমিক ভবন প্রস্তুত, ল্যাবরেটরি ও ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা সমাধানে বাসের ব্যবস্থা করা। এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন যাবত দফায় দফায় আন্দোলন করে আসছে। উপযুক্ত ৫টি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটিতে বর্তমানে ৪টি বর্ষ অধ্যয়ন পর্ব চলছে। প্রতিটি বর্ষে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্ধারিত আসন রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই কলেজগুলোকে ছিটেফোঁটা অনুদানের মাধ্যমে নামেমাত্র চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে উল্লিখিত ৫টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে তখন প্রিক্লিনিক্যাল বর্ষসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সরকার কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, যদিও এই অর্থ ৫টি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। কিন্তু বর্তমানে নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ব্যাচ ক্লিনিক্যাল বর্ষে পদার্পণ করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্লিনিক্যাল বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ওয়ার্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার জন্য বিভিন্ন বিভাগ সমন্বিত একটি আধুনিক হাসপাতাল অপরিহার্য। তাছাড়া ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি, সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষকসহ যাবতীয় সরঞ্জামাদি ও ল্যাবরেটরি নির্মাণ এবং অপারেশন থিয়েটার নির্মাণ করা একান্তভাবেই জরুরী হয়ে পড়েছে। মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় বৃহৎ শিক্ষাঙ্গনে দেশের সর্বোচ্চ মেধার প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র সুচিকিৎসক হবার লক্ষ্যেই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হয়। "জ্ঞানার্জনে এসো, সেবার্থে যাও"— এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যেখানে মেডিক্যাল কলেজসমূহের ছাত্রছাত্রীরা মানব সেবার পবিত্র দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত করবেন, সেখানে যদি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আমাদের সকল বৃহৎ কর্মসূচীই বিফলে যাবে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেডিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য মেধা, কঠোর অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। আর তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য চাই উন্নতমানের শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ, ক্যাম্পাস, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি তথা শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ। নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব সরকারের তথা আমাদের সকলের। আমরা তাই সঙ্গতকারণেই মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কামনা করে এই আশাবাদ রাখছি যে, বর্তমান সরকার দৃঢ়তার সাথে নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন সমস্যার আশু সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন। সচেষ্ট হবেন "২০০০ সালের মধ্যে সবার সজন্য স্বাস্থ্য" কর্মসূচী বাস্তবায়নে।

মোঃ জাহিদ হোসেন লোটাস
৪র্থ বর্ষ
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ
ময়মনসিংহ।